পঞ্চম পর্ব

ইসলামী বসন্ত

الربيع الإسلامي

শায়েখ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ

ইসলামী বসন্ত

للشيخ المجاهد الحكيم د. أيمن الظواهري حفظه الله

শায়েখ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ

উ।ৎ।স।র্গ

□ ঐ সকল খারেজী ও তাকফীরীদের প্রতি যারা অন্যায়ভাবে মুসলিমদের এমনকি উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সন্তান মুজাহিদীনদেরকেও তাকফীর করছে এবং তাদেরকে হত্যা করা বৈধ মনে করে হত্যা করছে।

□ জিহাদ-প্রেমী ঐ সকল যুবকদের প্রতি যারা হকদল নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে আছে।

□ সারা পৃথিবীতে জিহাদরত আমাদের ঐ সকল মুজাহিদ ভাইদের প্রতি যারা হকের পথে আল্লাহর কালিমাকে উঁচু করার জন্য লড়াই করছে।

এদের সকলের প্রতি কিতাবটি উৎসর্গ করা হল- যাতে এটা সকলের হেদায়াতের জন্য ওসীলাহ হয়।

পূর্বের আলোচনা ছিল, ইরাক ও শামে ক্রুসেড আক্রমণে করণীয় এবং 'খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নবুওয়ার' কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন নিয়ে। আর আজকের মজলিসে দুটি প্রশ্ন ও তার উত্তর নিয়ে আলোচনা করা হবে।

****

প্রথম প্রশ্নঃ- বর্তমান পরিস্থিতি কি খিলাফাহ ঘোষণার জন্য উপযুক্ত?

দ্বিতীয় প্রশ্নঃ- যদি বর্তমান পরিস্থিতি খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত না হয় তাহলে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের করণীয় কী?

১. প্রথম প্রশ্নের জবাবে যাওয়ার পূর্বে আমি কিছু বিষয়ের অবতারণা করতে চাই। আসলে খিলাফা ধ্বংসের পর থেকে নিয়ে আজও পর্যন্ত উম্মাহর একটি দল অব্যাহতভাবে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। এই যে আজ পৃথিবীর দেশে দেশে আল-কায়েদা, তালেবান আর ইরাকের আইএস এই অব্যাহত প্রচেষ্টারই কিছু ফল মাত্র। আর প্রকৃত কথা হচ্ছে আইএস তো আল-কায়েদারই একটা শাখা ছিল। কিছু দিন পূর্বেও তারা ইরাকে আল-কায়েদার শাখা হয়ে কাজ করেছে।

এ ব্যাপারে আমি শায়েখ উসামা বিন লাদেন রহ. এর 'খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ' প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ও তার চেষ্টা সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে কিছু বলার প্রয়াস পাব।

* এ ক্ষেত্রে তাঁর অন্যতম প্রচেষ্টা ছিল, আফগান জিহাদকে সর্মথন করা। তিনি আফগানকে ইসলামের এক মজবুত দুর্গ বানাতে চেয়েছেন। আর এ উদ্দেশ্যেই বিভিন্ন দেশে জিহাদী আন্দোলনকে সহযোগিতা করেছেন। বিভিন্ন স্থানে দাওলায়ে ইসলামিয়া প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সহযোগিতা করেছেন। উদ্দেশ্য ছিল চূড়ান্তভাবে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার পথ সংহত করা।

* তার প্রচেষ্টার আরেকটি ক্ষেত্র ছিল, সুদান সরকারকে সর্মথন করা। যাতে সুদানে একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত গড়ে উঠে এবং ইসলামী আন্দোলনগুলো সেখান থেকে সাহায্য পায়।

শায়েখ উসামা রহ. তাঁর দূরদর্শি দৃষ্টিকোণ থেকে এটা বুঝতে পেরেছিলেন যে, যে রাষ্ট্রই ইসলামী হুকুমত কায়েম করতে সক্ষম হবে তার উপরই পশ্চিমা ক্রুসেডাররা অর্থনৈতিক আক্রমণ চালাবে। আর সুদান তার বিস্তৃত কৃষিজ সম্পদের মাধ্যমে যে কোন ইসলামী রাষ্ট্রকে প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ করতে পারবে। অর্থনীতির গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে শায়েখ বলেন- আসলে ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছে ইহুদীদের আর্থিক সাপোর্টের উপর ভিত্তি করেই।

* শায়েখের আরেকটি পরিকল্পনা ছিল, নাইজেরিয়া থেকে সুদান পর্যন্ত হজ্বের জন্য দীর্ঘ একটি স্থল পথ নির্মাণ করা যাতে করে আফ্রিকান মুসলিম দেশগুলোর একটি আরেকটির সাথে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃকিত ও জাতিগত একটা বন্ধন তৈরী হয়।

* এরপর শায়েখ দ্বিতীয় বার আফগানে ফিরে এলেন এবং পুরা উম্মাহকে একটি টার্গেটকে -তথা আমরিকা আমাদের শত্রু- সামনে রেখে জিহাদী আন্দোলনের প্লাটফর্মে একত্র করার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করলেন। পূর্বের সকল অভিজ্ঞতাকে পর্যালোচনা করে উম্মাহকে অমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে শুরু করলেন। যাতে করে পুরো উম্মাহকে নিয়ে ধীরে ধীরে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার দিকে এগুনো যায়।

অতঃপর শায়েখ ইমারতে ইসলামির শত্রু, মুজাহিদদের ঐক্যের শত্রু, খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার শত্রু- আমরিকা ও তার এজেন্টদের বিরুদ্ধে আমীরুল মু'মিনীন মোল্লা মুহাম্মদ ওমর রহ. এর ঝাণ্ডাতলে জিহাদে শরীক হন এবং বিভিন্ন স্থানে আমরিকার বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করতে থাকেন। **৯/১১** এর ঘটনাও এর মধ্যে অন্যতম। আস-সাহাব ফাউন্ডেশন বিভিন্ন সময় বিষয়গুলো প্রকাশ করেছে। কংগ্রেস সরকারও বিষয়টি স্বীকার করেছে।

এরপর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক ঘটনাটি হল, শায়েখ ওসামা বিন লাদেন রহ. আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ ওমর রহ. এর হাতে বায়আত দেয়া। আসলে বিষয়টি শায়েখের দূরদর্শীতারই প্রমাণ। শায়েখ মুসলিম উম্মাহকে আমীরুল মুমিনীনের হাতে বায়আত হতে আহ্বান করেন। কারণ, তাঁর মধ্যে ইমামতের সকল গুণাবলী বিদ্যমান ছিল। অতঃপর আফগানের মুজাহিদ এবং আল-কায়েদার সকল শাখাই আমীরুল মুমিনীনের হাতে বায়আত দেন। তাদের মধ্যে ইরাকের দাওলাতে ইসলামও একটি।

আল-কায়েদার গুরুত্বপূর্ণ বীর সেনানীদের মধ্যে দুইজন বীর ছিলেন, শহীদ শায়েখ আবু মুসআব আয-যারকাবী এবং শহীদ শায়েখ আবু হামজা আল-মুহাজির রহ.। আপনারা কী জানেন এই দুই বীরসেনানী কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গ্র্যাজুয়েট?

শায়েখ আবু মুসআব আয-যারকাবী রহ. শায়েখ আব্দুল্লাহ আয্যাম রহ. এর জিহাদী মাদরাসার ছাত্র। অতঃপর তিনি শায়েখ আবু মুহাম্মদ আল-মাকদিসী রহ. এর হাতে দীক্ষা নিয়ে আল-কায়েদার এক সাহসী সেনায় পরিণত হন।

আমি এখানে শায়েখ ওসামা রহ. এর প্রতি তাঁর বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের দুটি উপমা পেশ করছি। যাতে করে এটা সকলের জন্য বিশেষ করে মুজাহিদদের জন্য উত্তম চরিত্র এবং পথের পাথেয় হয়।

১. শায়েখ আবু মুস্‌আব রহ এক অডিও বার্তায় শায়েখ ওসামা রহ এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে বলেন, 'আমি আপনার একজন সৈনিক মাত্র। আপনি চাইলেই আমাকে অপসারণ করতে পারেন। বিষয়টি পরীক্ষা করার সুযোগ আছে। শায়েখ জাওয়াহিরী আমাকে বিভিন্ন বিষয়ে শুধুমাত্র পরামর্শ দেন; যদি তা চূড়ান্ত নির্দেশ হত তাহলে আমি নিশ্চিতভাবে তা পালন করতাম।

২. শায়েখ আবু মুসআব আয-যারকাবী রহ. এর পক্ষ থেকে একবার খোরাসানে তার এক দূত আসল এবং সে বিভিন্ন কমান্ডারদের সাথে সাক্ষাত করে। যাদের মধ্যে একজন হলেন শায়েখ মুস্তফা আবু ইয়াজীদ রহ.। তিনি তাকে শায়েখ আবু মুসআব রহ. সম্পর্কে বলেন, শায়েখ যখন বিভিন্ন মুজাহিদ গ্রুপের সামনে মজলিসে শুরা গঠনের বিষয়টি পেশ করলেন। তখন একটি গ্রুপ বিলাদে রাফেদাইনের আল-কায়েদার শাখা মূল আল-কায়েদা থেকে পৃথক হওয়ার শর্ত করলে তখন শায়েখ আবু মুসআব বলেন,

معاذ الله أن أنكث بيعتي مع الشيخ اسامة رحمه الله.

'শায়েখ উসামা রহ. এর সাথে আমার বায়আত ভঙ্গের ব্যাপারে আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি।'

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চাইলে শায়েখ যারকাবী রহ. থেকে শায়েখ উসামা রহ. এর প্রতি প্রেরিত দুই রিসালাহ দেখতে পারেন। ১. শায়েখ উসামার আলকায়দার প্রতি আনুগত্যের ঘোষণা। ২. সৈনিকের পক্ষ থেকে আমীরের প্রতি চিঠি। আর শায়েখ আবু হামজা আল-মুহাজির রহ. এর ব্যাপারে কথা হল, তিনি তো জিহাদী জামাতের মধ্যেই বেড়ে উঠেছেন এবং তার একজন নিষ্ঠাবান সৈন্য ছিলেন। আমি তাকে ছোট ভাইয়ের মত দেখতাম। সে অনেকবার বিভিন্ন অভিযানে আমার সঙ্গী হয়েছেন এবং আমার পাহারাদারী করেছেন। সে এবং শায়েখ আবু ইসলাম আল-মিসরী রহ. এক সাথে আফগানিস্তানে শায়েখ উসামা রহ. এর হাতে বায়আত দিয়েছেন। সে অনেক বার আমার সাথে শায়েখ উসামা ও শায়েখ মুস্তফার সাথে পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ করেছেন। তাতে যথাক্রমে চাচা, পিতা, মামা সম্মোধন করেছেন। সে শায়েখ আবু ওমর আল-বাগদাদী রহ. কে বায়আত দেওয়ার সময় এই শর্ত দিয়েছেন যে তাকে শায়েখ উসামার হাতে বায়আত দেওয়ার মাধ্যমে আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ ওমর মুজাহিদের কাছে বায়আত দিতে হবে।

শায়েখ আবু মুসআব আয-যারকাবী রহ. এর শাহাদাতের পরে শায়েখ আবু হামজা যে খুতবা দেন তাতে তিনি বলেন, **شيخنا و أميرنا اباعبد الله أسامة بن لادن.** 'আমাদের শায়েখ ও আমাদের আমীর হলেন উসামা বিন লাদেন।'

শায়েখের বক্তব্যের কিছু অংশ এখানে তুলে দেওয়া হল,

لقد مَنَّ اللهُ علينا وأكرمنا بإخوةٍ كرامٍ أشاوسَ اجتمعوا معنا في (مجلسِ شورى المجاهدين)، فكانوا خيرَعونٍ ونصيرٍ، تعاقدنا على النّصرِوتعاهدنا على التزامِ منهجِ السّلفِ رضي اللهُ عنهم، فجزاهم ربُنا عنا وعن جميعِ المسلمين كلَ خيرٍ.

شيخَنا و أميرَنا أبا عبدِ اللهِ أسامةَ بنَ لادنٍ:

نحن رهنُ إشارتِكم وطوعُ أمركِم، ونبشِّرُكُم بالمعنوياتِ العاليةِ لجندِكم وبالنفوسِ الكريمةِ الأبيةِ التي انضوت تحت رايتِكم وبطلائعِ نصرٍقريبٍ بإذنِ اللهِ تعالى".

‘আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং এমন কিছু দুঃসাহসী ভাইদের মাধ্যমে আমাদের সম্মানিত করেছেন যারা আমাদের সাথে মুজাহিদদের ‘মজলিসে শুরার’ প্ল্যাটফর্মে একত্র হয়েছেন। তারা ছিলেন সর্বোত্তম সহযোগী। আমরা একে অপরকে সাহায্যের ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলাম এবং আমরা সকলেই আমাদের সালাফদের মানহাজ আঁকেড়ে ধরার ব্যাপারে অবিচল ছিলাম। হে আল্লাহ আপনি আমাদের পক্ষ থেকে এবং সকল মুসলমানদের পক্ষ থেকে তাদের উত্তম বিনিময় দান করুন।

আমাদের শায়েখ ও আমাদের আমীর হলেন আবু আব্দুল্লাহ উসামা বিন লাদেন।

হে শায়েখ! আমরা আপনার নির্দেশের গোলাম। এবং আপনার নির্দেশ মান্যকারী। আপনার সৈন্যরা দৃঢ় আত্মবিশ্বাস, উঁচু মনোবল আর কোমল হৃদয় নিয়ে আপনার ঝাণ্ডাতলে সমবেত হয়েছে। আল্লাহর ইচ্ছায় বিজয় সমাগত।’

সুতরাং একথা কিভাবে বিশ্বসযোগ্য হবে যে, আমীরের প্রতি অনুগত এই দুই বীর শহীদ তাদের আমীর শায়েখ উসামা বিন লাদেনের সাথে তাদের অঙ্গীকার বা তাকে দেওয়া বায়আত ভঙ্গ করেছেন? আসলে এধরণের কথা সত্যের অপালাপ বৈ আর কিছুই নয়।

এরপর কথা হল, কী কারণে শায়েখ আবু হামজা আল-মুহাজির এধরণের কাজ করবেন? এধরণের কাজ কি মুজাহিদদের ঐক্যের জন্য উপকার না অপকার? কেনইবা শায়েখ আবু হামজা আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ ওমর রহ. এর আনুগত্য ত্যাগ করবেন?

ফলাফর কী হত যদি আল-কায়েদার সকল শাখা-প্রশাখা অথবা আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ ওমরের হাতে বায়আতকৃত সকল জামাত এরকম করতো। যেমনটি অপবাদকারীরা শায়েখ আবু হামজা আল-মুহাজির রহ. এর নামে প্রচার করে থাকে? এর মাধ্যমে মুজাহিদদের ঐক্য নষ্ট করা ছাড়া আর কোনই লাভ নেই। অর্থাৎ, এর মাধ্যমে শুধু মুজাহিদদের ঐক্যই নষ্ট হবে। যারা এরকমটি করছে তারা আসলে কী চায়? তারা কি মুজাহিদদের ঐক্য চায়?

এমন মিথ্যা অপবাদ কেন প্রচার করা হচ্ছে এবং কারা এই মিথ্যা প্রচার করছে। এবং কারা এর মাধ্যমে লাভবান হচ্ছে যে আবু হামজা আল-মুহাজির রহ. একচেটিয়াভাবে শায়েখ উসামা রহ. ও আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ ওমর রহ. কে দেওয়া বায়আত ভঙ্গ করেছেন?

এর উত্তর হল, বাগদাদী ও তার জামাআত। বাগাদদী ও তার জামাআতই এই মিথ্যা প্রচার করছে। এরা শরীয়তের বিচার থেকে পালানোর অজুহাত দাঁড় করানোর জন্যই এসব খোঁড়া ও মিথ্য যুক্তি প্রকাশ করছে। তারা মাশওয়ারা বিহীন খিলাফতের ঘোষণার মাধ্যমে উম্মাহর সম্মিলিত হক ছিনতাই করেছে, সুতরাং তারা ছিনতাইকারী। তারা তাদের আমীরের আনুগত্য ত্যাগ করেছে, সুতরাং তারা বাগী। আর যারা তাদের এই অপরাধমূলক কাজের বিরোধিতা করে তাদেরকে তারা নানা রকম মিথ্যা অপবাদে জর্জড়িত করেছে। যেমন দল ত্যগী, ধর্ম নিরপেক্ষবাদী, গণতন্ত্রপন্থি, ইখওয়ানপন্থি ইত্যাদি। সুতরাং তারা মিথ্যাবাদী।

হে আবু মুসআব আয-যারকাবী ও আবু হামজা! আল্লাহ তাআলা আপনাদের উপর রহম করুন। আপনাদের মৃত্যুর পর আমাদের মসিবত অনেক বেড়ে গেছে। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজিউন)।

ফিরে আসি মূল কথায়। শায়েখ উসামা ইহুদী-খৃষ্টানদের মোকাবেলার জন্য একটি আন্তর্জাতিক জিহাদী সংগঠন গঠন করার মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের সকল দলকে একত্রকরণের চেষ্টা চালিয়েছেন। অতঃপর শায়েখ এই সংগঠন তথা আল-কায়েদাকে ইমারতে ইসলামিয়ার পতাকা তলে একত্র করেছেন। শুধু তাই নয়, শায়েখ আল-কায়েদাকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে আল-কায়েদার শাখা খুলেছেন এবং সকল শাখা এবং সকল দলকে একজন আমীর তথা আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ ওমর মুজাহিদের ঝাণ্ডাতলে একত্র করেছেন।

এই হল শায়েখ উসামা রহ. এর খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার ভিত্তি তৈরীর দীর্ঘমেয়াদী স্কিম। এই কঠিন ও মুবারক পরিকল্পনার পরও শায়েখ এবং তার সহযোগী ভাইয়েরা বর্তমান সময়কে খিলাফাহ তো দূরের কথা একটি ইমারাতে ইসলাম ঘোষণার জন্যও উপযুক্ত মনে করতেন না। আমেরিকা শায়েখ উসামা রহ. এর যেসব চিঠি-পত্র ও দস্তাবেজ প্রকাশ করেছে; তাতেও

এসব পরিকল্পনার কথা রয়েছে। তবে আমি আমেরিকা কী পকাশ করছে তা দেখতে বলছি না। আমার উদ্দেশ্য হল- জিহাদ ও মুজাহিদীনকে সমর্থন করেন কিংবা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন- এমন সবার উচিৎ হল এসব দস্তাবেজ ভাল করে অধ্যায়ণ করা। এক মুজাহিদ ভাই আমাকে বলেছেন, সে তার সাথীদেরকে এ সকল দস্তাবেজ পড়ে শুনান, যাতে করে এতে যে শিক্ষা ও উদ্দেশ্য আছে তা থেকে পরিপূর্ণ ফায়দা হাসিল করা যায়।

শায়েখ উসামা ও তাঁর সাঙ্গীরা যে ঐ সময় ইমারাত ঘোষণার অনুমতি দেননি তা এ কারণে নয় যে, তাঁর সাথীরা এ ব্যাপারে অবহেলা বা ত্রুটি করেছেন বরং এটা ছিল বাস্তবসম্মত ইজতেহাদ ও সঠিক পরিকল্পনারই দাবি। এর মধ্যে তারা জিহাদ ও মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ দেখতে পেয়েছেন। কারণ,.**أن تعجل الشئ قبل أوانه يؤدى لحرمانه.** সময় আসার পূর্বে তাড়াহুড়ো করে কোন কাজ করাই তা থেকে বঞ্চিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট।'

শুধুমাত্র মুসলিম অধ্যুষিত ভূখণ্ডের কিছু অঞ্চল দখল করাই যদি খিলাফাহ ঘোষণার জন্য যথেষ্ট হত তাহলে তো আল-কায়েদা কত আগেই খিলাফাহ ঘোষণা করতে পারত। কারণ, বিভিন্ন স্থানে প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে আল-কায়েদার বিভিন্ন শাখা । বিশাল-বিশাল অঞ্চল দখল করে সেখানে তারা শরীয়ত প্রতিষ্ঠার কাজে রত আছে; বরং আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ ওমর রহ. এই ঘোষণার সবচেয়ে বেশী হকদার। কারণ, তিনি তো বহু আগ থেকেই বিশাল অঞ্চল দখল করে সেখানে শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করেছেন।

হে আল্লাহ আপনি সকল মুসলমান ও মুজাহিদদের রক্ষা করুন এবং তাদের বিজয় দান করুন! আমীন।

এখানে কয়েকটি সংশয় সৃষ্টি হয়:-

১. পরিস্থিতি অনুকূলে আসার আগ পর্যন্ত বায়আত থেকে বিরত থাকা কি গুনাহ?

উত্তর: না। অনেক সাহাবী রাযি. পরিস্থিতি অনুকূলে আসার আগ পর্যন্ত হুসাইন রাযি. কে বিদ্রোহ করা এবং নিজের জন্য বায়আত চাওয়া থেকে বিরত রাখতে চেয়েছেন। পরবর্তীতে এটাই প্রমাণ হয়েছে যে, তাদের সিদ্ধান্তই সঠিক ছিল। অথচ বিদ্রোহ করার পূর্বেই অনেকে তাকে বায়আত দিয়ে ছিল এবং তিনি নিজেকে খলীফা হিসেবে ঘোষণা দেয়ার পর বায়আত তলব করেননি।

তাকে যারা বাধা দিয়েছেন তাঁদের মধ্য থেকে একজন হলেন- আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি., যিনি আলী রাযি. এর একজন বড় সর্মথক ছিলেন ও তাঁর ঝাণ্ডাতলে যুদ্ধ করেছেন।

২. আপনারা মনে করেন যে, খিলাফা ঘোষণার জন্য পরিস্থিতি অনুকূল নয়। অথচ আমরা তো দেখছি যে, খিলাফাহ ঘোষণার জন্য পরিস্থিতি পুরাপুরিই অনুকূল। এটা আপনাদের ইজতেহাদ। আর আমরা যেটা করছি সেটা আমাদের ইজতেহাদ।

এর উত্তর: যদি জমহুর মুসলমানগণ আপনাদের সাথে একমত হয়ে থাকে তাহলে তো ঠিক আছে। কোন সমস্যা নেই; কিন্তু তারা তো আপনাদের সাথে একমত হতে পারছে না। সুতরাং মাশওয়ারা ব্যতীত মুসলমানদের বিষয় নিয়ে একক সিদ্ধান্ত দেয়ার অধিকার আপনাদের নেই।

৩. বর্তমান পরিস্থিতি যদি খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা ঘোষণার জন্য অনুকূল না হয়ে থাকে তাহলে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের করণীয় কী?

এই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার পূর্বে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট করে নেয়া সঙ্গত মনে হচ্ছে।

১. আমাদের উপর ইমারাতে ইসলামীর বায়আত আছে। আমরা তো আর তা নিয়ে তামাশা করতে পারি না।

২. বর্তমানে ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের পরামর্শ ব্যতীত কোন খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কারণ, এটা হল বর্তমানে মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে পুরাতন ইমারাতে ইসলাম। অনুরূপভাবে ককেশাশের ইমারারও পরামর্শ আবশ্যক এবং বিশ্বের নানা প্রান্তে অবিচলভাবে জিহাদরত দলগুলোর পরামর্শ ব্যতীত খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা

সম্ভব না। কেননা ইমারাতে ইসলাম আফগানিস্তান ও ইমারাতে ককেশাশ ও অন্যান্য দেশের মুজাহিদ সংগঠনগুলো যেহেতু শরয়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত তাই এদেরকে ছুড়ে ফেলার কোনই সুযোগ নেই এবং এদের পরামর্শের তোয়াক্কা না করে স্বৈরতন্ত্রর গোড়াপত্তন শরীয়ত বিরোধী কাজ। শরীয়ত এটাকে কখনই বৈধতা দেয় না। যারা নিজে নিজে খিলাফাহ গঠন করেছে তাদের ইচ্ছা যদি খিলাফাহ প্রতিষ্ঠাই হয়ে থাকে তাহলে তারা আবার ইমারাতে ইসলাম আফগানিস্তানের কাছে ফিরে আসুক যার বায়আত তারা ভঙ্গ করেছে। তারা যেন আর অপরিচিত কিছু লোকের বায়াতের মাধ্যমে খিলাফাহ দাবি না করে এবং অন্যদেরও নিজের বায়আতের দিকে আহ্বান না করে।

এবার আসছি প্রশ্নোত্তরে। তাহলে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠায় আমরা কোন পন্থা অবলম্বন করব? এর জন্য পন্থা হল;-

প্রথমত: ইমারাতে ইসলাম আফগানিস্তানকে এবং ককেশাশের ইমারাকে আরো শক্তিশালী করতে হবে।

দ্বিতীয়ত: পৃথিবীর সকল স্থানে জিহাদরত মুজাহিদদের সমর্থন ও সাহায্য করা। বড় শত্রু এবং তাদের সমর্থনপুষ্ট আঞ্চলিক হোতাদের বিরুদ্ধে মুজাহিদদের পক্ষে পুরো উম্মাহকে এক করার চেষ্টা করা।

তৃতীয়ত: যখনই পরিস্থিতি অনুকূলে আসবে তখন মুজাহিদীনদের সাথে পরামর্শ করে বিভিন্ন স্থানে ইসলামী ইমারা প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়া।

এরপর খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয় নিয়ে ব্যাপক আলোচনা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে:-

১. এখন কি খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার ঘোষণার সময় হয়েছে এবং তার সকল উপাদান কি প্রস্তুত হয়েছে?

২. এরপর যখন অধিকাংশ মুজাহিদ, ন্যায়-নিষ্ঠ দায়ী এবং সম্ভ্রান্ত মুসলিমরা একমত হবেন যে, এখন খিলাফাহ ঘোষণার সময় হয়েছে। এর পর আর একটি প্রশ্নের সমাধানের মাধ্যমে পরামর্শ চূড়ান্ত হবে। আর তাহল কে খলীফা হবেন? উম্মাহর সর্বজনশ্রদ্ধেয় ইমাম, আলেম ও চিন্তানায়কগণ যার ব্যাপারে একমত হবেন যে, ইনিই খলীফা হওয়ার উপযুক্ত- তাকে খিলাফতের বায়আত দেয়া হবে।

দুটি বিষয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি আজকের বক্তব্য শেষ করবো-

১. মুজাহিদ, আলেম ও দায়ীদের প্রতি আমার আবেদন, আপনারা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি জোর দিন হয়ত অনেক সময় শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যস্ততার কারণে তা থেকে গাফেল থাকা হয়। যেমন, তাজকিয়ায়ে নফস ও উত্তম চরিত্র গঠন।

*আপনারা মুসলমানদেরকে এ বিষয়ে সতর্ক করবেন যে, সাধারণ সকল মানুষদের প্রতি বিশেষ করে মুসলমানদের প্রতি আরো বিশেষ করে মুজাহিদদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়া অনেক বড় অপরাধ এবং এর শাস্তি অনেক কঠিন। যে ব্যক্তি কোন দলীল ছাড়া অন্যায়ভাবে কোন মুসলমানের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয় সে মিথ্যাবাদী। মহান আল্লাহ তাআলা তার ব্যাপারে বলেন,

﴿ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴾

'অতঃপর যখন তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, তখন তারাই আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী।'

*আপনারা হুরমাতে মুসলিম তথা মুসলমানের জান, মাল, ইজ্জত-আবরু সম্পর্কে সবাইকে সতর্ক করবেন এবং তাদেরকে এ ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বাণী স্বরণ করিয়ে দিবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾

'যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে মুসলমানকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্যে ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।'[১]

[১] সূরা নিসা: ৯৩

*আপনারা মুসলমানকে অন্যায়ভাবে তাকফীর করার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করবেন এবং তাদেরকে আল্লাহর রাসূল সা. এর এই বাণী স্বরণ করিয়ে দিবেন, "مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا" 'যদি কেউ তার মুসলমান ভাইকে কাফের বলল, তাহলে এটা দুজনের একজনের দিকেই ফিরবে।'[২]

*আপনারা উম্মাহর সামনে স্পষ্ট করুন, আমরা আপনাদের জন্য শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাই। আমরা চাই মানুষ ইসলামের ন্যায়বিচারের মাধ্যমে সুখে-শান্তিতে থাকবে। আমরা ইনসাফ, ন্যায়বিচার ও মাশওয়ারার দিকে আহ্বানকারী। আমরা ইসলামের নামে ক্ষমতা দখলকারী নই এবং আমরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীও নই।

* আপনারা তাদেরকে বুঝাবেন আমরা উম্মাহকে তাকফীর করি না। আমরা তাদের বন্ধু। আমরা তাদের সৎপথ দেখাতে চাই। আমরা তাদের জান, মাল ও ইজ্জতের হেফাজতকারী। তার নিলামকারী নই।

২. মুজাহিদ ভাইদের আমি বলব, আসলে এটা নতুন কোন বিষয় না; বরং পূর্বের কথাকেই নতুন করে বলা। মুজাহিদ ভাইয়েরা! আপনারা সব জায়গায় স্বতন্ত্র শরয়ী বিচারবিভাগ কায়েম করুন। বিচ্ছিন্ন মুজাহিদদের একত্র হওয়ার আহ্বান করছি। শাম ও ইরাকের সকল মুজাহিদদের এক হওয়ার আহ্বান করছি। আপনারা ক্রুসেড শত্রু, নুসাইরি, রাফেজী ও ধর্মনিরপেক্ষ নাস্তিকদের বিরুদ্ধে এক হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করুন এবং একে অপরকে সাহায্য সহযোগিতা করুন। জ্ঞানী ও খোদাভিরুদের জন্য দরজা খোলা। তারা চাইলেই প্রবেশ করতে পারে।

এরপর আমি আবারও বলছি এবং বারংবার বলছি, আপনারা 'খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নবুওয়াহ' প্রতিষ্ঠার জন্য জান-প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করতে থাকুন এবং সামনে অগ্রসর হতে থাকুন। জেনে রাখুন! এই খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত হবে মজলিসে শুরা ও সন্তুষ্টির মাধ্যমে। জোর জবরদস্তি কিংবা অরাজকতার মাধ্যমে নয়।

حبذا العيش حين قومي جميع   لم تفرق أمورها الأهواء.

এই জীবন কতইনা সুখের হবে যখন আমার সম্প্রদায় এমনভাবে ঐক্যবদ্ধ হবে যে, কোন ব্যক্তিস্বার্থ তাকে আর বিচ্ছিন্ন করবে না।

وآخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

[২] মুসনাদে আহমদ